দি গ্রান্ড বার্গেইন ২.০

অনুমোদিত ফ্রেমওয়ার্ক এবং সংযুক্তি

জুন ২০২১

এই ফ্রেমওয়ার্ক এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা

গত ১ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ এমিনেন্ট পার্সন, ফেসিলিটেশন গ্রুপ মন্ত্রীবর্গ এবং প্রধানগণ ভবিষ্যত গ্রান্ড বার্গেইন নিয়ে সভায় এনেক্স হিসেবে ৪ পাতার একটি সাধারণ নির্দেশনা অনুমোদন করেন।

একটি ফলোআপ হিসেবে, ফেসিলিটেশন গ্রুপ, গ্রান্ড বার্গেইনের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের হিসাব নিতে ২০২১ সালের মার্চে মাসের মাঝামাঝিতে ওয়ার্কস্ট্রিম গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রধান আউটপুটগুলোর মধ্যে কোন বিষয়গুলো এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি এবং তার কেনিটির সাথে গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ এর দুইট অগ্রাধিকার ইস্যুর সরাসরি সংযোগ আছে (স্থানীয়করণ এবং যথাযথ অর্থায়ন) সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। ফেসিলিটেশন গ্রুপের শেরপাগণ গত ২৬ মার্চ, ২০২১ ওয়ার্কস্ট্রিম গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রস্তাবনা এবং এ সম্পর্কিত পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং গ্রান্ড বার্গেইন বাৎসরিক সভার তারিখ আগামী ১৫-১৭ জুন, ২০২১ হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা থাকায় এবং স্বাধীনভাবে ৪টি বাৎসরিক রিভিউ করার অভিজ্ঞতা থাকায় ওডিআই (ODI)-কে একটি দল ও উপদেষ্টা হিসেবে গণ্য করে ফেসিলিটেশন গ্রুপকে তাদের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরামর্শ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাশাপাশি গত কয়েক মাস ধরে নির্বাচিত এলাকাগুলোতেও (constituency level) আলোচনা চলতে থাকে। এই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির সময় জেন্ডার গ্রুপের বন্ধুদের সাথেও আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হয় যেন ফ্রেমওয়ার্কে তাদের মতামতগুলোর প্রতিফলন ঘটে এবং জেন্ডার উপাদানগুলোকে আরো শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করা যায়।

এ সকল সভা ও ডকুমেন্টস্‌গুলো থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ ও পরামর্শগুলোর উপর ভিত্তি করে (ওয়ার্কস্ট্রিম কৌশলপত্র, নির্বাচনি অঞ্চলগুলোর আলোচনা, ওডিআই থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ) ফেসিলিটেশন গ্রুপ নিচের খসড়া ফ্রেমওয়ার্কটি বাস্তবায়নের জন্য তৈরি করেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এটির অনুমোদন হয়েছে। এর উপাদানগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা এখানে প্রদান করা হলো:

- **গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ ফ্রেমওয়ার্ক**

সব কিছুর উপরে গ্রান্ড বার্গেইনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবিক প্রক্রিয়ায় দক্ষতা ও কার্যকারীতাকে আরো উন্নত করা। এটি দারুণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, এগুলো অর্জন করা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে যদি গ্রান্ড বার্গেইন-কে আমরা যে সকল মানুষের সেবা প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের কাছাকাছি নিতে পারি এবং তাদেরকে কর্মকান্ড বাস্তবায়নের আরো কেন্দ্রে রাখতে পারি। এ কারণে গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ "অধিকতর দক্ষতা, কার্যকারীতা এবং জবাবদিহিতা -যা একে অপরের পরিপূরক সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আক্রান্ত মানুষের জন্য মানবিক কর্মকান্ডের উত্তম ফলাফল পেতে এর সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করেছে"।

এই প্রভাবগুলোকে অর্জন করতে এবং ভবিষ্যত গ্রান্ড বার্গেইনের সফলতাগুলোকে পরিমাপ করতে দুটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে (১) যথাযথ পরিমাণ তহবিল বিষয়ে একটি ক্রিটিকাল ম্যাস (A critical mass of quality funding) তৈরি হয়েছে, যার ফলে একটি দক্ষ ও কার্যকরী সাড়াদান, দৃশ্যমানতা এবং জবাবাদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, (২) স্থানীয় পর্যায়ে সাড়া প্রদানকারীদের নেতৃত্ব, সরবরাহ এবং দক্ষতা উন্নয়নে অধিকতর সহায়তা প্রদান করা হয়ছে এবং মানবিক চাহিদাগুলো পূরণে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের অংশগ্রহণ করানো হয়েছে।

যখন এই অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোকে "যথাযথ তহবিল" এবং "স্থানীয়করণ" ইস্যু হিসেবে এক কথায় সামনে তুলে আনা হয়, তখন এগুলো বলার সময় খুব সচেতন হতে হবে যেন এই "যথাযথ তহবিল" এবং "স্থানীয়করণ" ইস্যু বলার সময় গ্রান্ড বার্গেইনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো বাদ পড়ে না যায়। তাহলে "যথাযথ তহবিল" এবং "স্থানীয়করণ" সম্ভব হবে না। অন্যান্য উপদানগুলোর মধ্যে থাকে দক্ষতা ও কার্যকারীতা, দৃশ্যমানতা, ঝুঁকি শেয়ার করা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা-এর মধ্যে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি জবাবদিহিতাও রয়েছে।

অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হওয়া নয় এবং সংস্কারমুখি প্রচেষ্টাকে সীমিত করা নয়, বরং প্রচেষ্টাগুলোকে অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোর প্রতি ধাবিত করা য কি না সকল দাতা স্বাক্ষরকারীর জন্য প্রাসঙ্গিক এবং যা কি না মানবিক সাড়াদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর রূপান্তর ঘটাতে এবং ফলাফল আনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রাখে। এই ফ্রেমওয়ার্কে জেন্ডার সমতা নিয়ে কাজ করা সংগঠন ইন্টার-এজেন্সি হিউম্যানিটারিয়ান ইভালুয়েশন (IAHE) এর প্রদান করা মতামতগুলো দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জুন, ২০২১ মাসের বাৎসরিক সভায় স্বাধীনভাবে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো থেকে পাওয়া তথ্যর ভিত্তিতে গ্রান্ড বার্গেইন স্বাক্ষরকারীদের গত পাঁচ বছরে এর অর্জনগুলোকে স্বীকৃতি এবং গ্রান্ড বার্গেই ২.০ এর সুন্দর পরিকল্পনা ও আউটপুটগুলোর প্রতি পুনঃপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার জন্য বলা হবে। গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ ফ্রেমওয়ার্কে বলা আছে কি করে এর স্বাক্ষরকারীরা চারটি আউটকাম পিলারের মাধ্যমে: (১) নমনীয়তা, অনুমানযোগ্যতা, স্বচ্ছতা এবং ট্র্যাকিং, (২) সমতাভিত্তিক এবং নীতিগত অংশীদারিত্ব, (৩) জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তি, (৪) অগ্রাধিকার এবং সমন্বয় করার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এর কৌশলগত লক্ষ্যগুলো অর্জন করবে এবং অগ্রাধিকার ইস্যু ঠিক করবে। এই খসড়া ফ্রেমওয়ার্কটি অগ্রাধিকারভিত্তিক আউটপুট এবং অধিকতর বিস্তারিত কর্মসূচিগুলোকে চিহ্নিত করে যার মাধ্যমে ঐ চারটি আউটকাম অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। এই আউটকাম পিলারগুলো ওয়ার্কস্ট্রিমগুলোর ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে না এবং এটা ভাবাও হয়নি যে আউটকাম পিলারগুলো অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন স্ট্রাকচার তৈরি করে এর সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে-- এগুলো কাজ করবে আউটপুট লেভেলে। বরং আউটকাম পিলারগুলো আউটপুটগুলোকে গুচ্ছ গুচ্ছ ক্লাস্টারের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং যৌক্তিকভাবে সেগুলোর বিন্যাস করবে- যা মানুষকে একটি ধারণা দিবে যে কিভাবে এই স্ট্রাকচারটি অগ্রাধিকার ইস্যু এবং সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে সহায়তা করবে।

এই ফ্রেমওয়ার্কের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন আউটপুটগুলো এবং এর কার্যাবলীর মধ্যে আন্ত:সংযোগগুলো দেখানো। এটি সম্পূর্ণ কোন কিছু নয় বা এই পর্যায়ে আলোচনাকে সীমিত করে দেয়া এর উদ্দেশ্য নয়। এই ফ্রেমওয়ার্কটি স্বাক্ষরকারীদের কাছ থেকে পাওয়া ব্যাপক ফিডব্যাক থেকে তৈরি করা হয়েছে। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে এর আরো পরিমার্জন, বিশেষ করে আউটপুট এবং কার্যাবলী নিয়ে বাৎসরিক সভা-২০২১ থেকে এবং গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন আলোচনা থেকে নানা বিষয় ও পরামর্শ বেরিয়ে আসবে।

- **কাঠামোগত সংযুক্তি: রাজনৈতিক ককাস, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর অধিকতর সম্পৃক্ততা এবং সম্ভাব্য আউটপুট ও কার্যাবলীর উদাহরণ**

গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ এর জন্য সকল নির্বাচিত অঞ্চল (constituencies) এবং ওয়ার্কস্ট্রিম থেকে একটি সুপারিশ এসেছে যে, এটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে আরো রাজনৈতিক ও কৌশলগত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই ফেসিলিটেশন গ্রুপ "ককাস"কে ঘিড়ে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেছে যা প্রাসঙ্গিক এবং সংশ্লিষ্টদেরকে যুক্ত করে তৈরি এক-"আগ্রহীদের জোট"- যারা পর্যবেক্ষণ, পরিচালন এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি সাধনে উৎসাহ প্রদান করবে। স্ব-নিযুক্ত "চাম্পিয়নগণ" যারা গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ ফ্রেমওয়ার্ক থেকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বত:প্রণোদিত হয়ে ও স্বাধীনভাবে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে একসাথে কাঠামোবদ্ধ ফরমেটে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে নিয়োগ করতে পারবে। এর ফলে মুক্ত ও খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব হবে, মতের বিনিময় ঘটবে, বাধাগুলোকে চিহ্নিত করা যাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ আলোচনাগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোকে পরবর্তীতে অধিকতর বিতর্ক কিংবা অভিযোজন করার লক্ষ্যে স্বাক্ষরকারীদের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ সম্পর্কিত ধারণাকে সংযুক্তি-১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য আরেকটি প্রধান সুপারিশ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সালে পরিচালিত এক জরিপ থেকে উঠে এসেছে এবং ফেসিলিটেশন গ্রুপের প্রধানগণ কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সালে অনুমোদিত হয়েছে যে, স্থানীয়করণ এবং অংশগ্রহণ বিপ্লবকে গ্রান্ড বার্গেইন ২.০-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। কার্যকরভাবে এটি করতে হলে এটা পরিস্কার যে, স্থানীয় সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যেন তারা সত্যিই এই প্রক্রিয়ায় কৌশলগত অংশীদার হয়। এটা স্বীকৃতি দরকার যে, স্থানীয় সংগঠনগুলোর বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে মুল ভূমিকা রয়েছে এবং এ জন্য সম্পদ ও অন্যান্য সহায়তা তাদের প্রয়োজন। এগুলো বাস্তবায়ন করতে কিছু সম্ভাব্য ধারণাকে সংযুক্তি-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য কাঠামোগত উপাদান, যেগুলো ফেব্রুয়ারি মাসের ফেসিলিটেশন গ্রুপ প্রধানদের সভায় সকলে একমত হয়েছেন- সেগুলোর মধ্যে আছে ১) গ্রান্ড বার্গেইন ২.০-কে আগামী দুই বছর সময়ের জন্য সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিতে এবং এর চর্চা অব্যাহত রাখতে "এমিনেন্ট পার্সন" এর কাজকে চলমান রাখা এবং ২) গ্রান্ড বার্গোইন এর ভেতরে সকল নির্বাচিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে থাকা গ্রুপগুলোর প্রতিনিধিদের দ্বারা তৈরি "ফেসিলিটেশন গ্রুপ"-কে চলমান রাখা।

ফেসিলিটেশন গ্রুপের মতে, এই পদ্ধতি বজায় থাকলে কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়ন চলমান থাকবে। গ্রান্ড বার্গেইন ২.০-ফ্রেমওয়ার্ককে ঘিরে যখন একটা সাধারণ ঐক্যমত্য থাকবে, তখন আলোচনা এবং অন্যান্য কাঠামোগত উপাদানগুলোর বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করা সহজ হবে এবং এই ফ্রেমওয়ার্কের বাস্তবায়ন ঘটাতে তা সহায়তা করবে। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, এ ধরনের আলোচনা জুন, ২০২১ মাসের বাৎসরিক সভার পূর্বে ও পরে অব্যাহত থাকবে।

সংযুক্তি-৩ হলো এমন একটি ম্যাট্রিক্স যেখানে ওয়ার্কস্ট্রিমগুলোর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভাব্য আউটপুট ও কার্যাবলী নিয়ে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের সুপারিশগুলোকেও তুলে ধরা হয়েছে। এই আউটপুট ও কার্যাবলীগুলোকে বর্তমান লক্ষ্য অথবা নতুন কোন কিছুর সাথে মিলিয়ে আগামীতে আরো সাজানো হবে এবং এর বাস্তবায়ন করানো হবে।

গ্রান্ড বার্গেইন ২.০

কৌশলগত উদ্দেশ্য

কৌশলগত উদ্দেশ্য

অধিকতর দক্ষতা, কার্যকারীতা এবং জবাবদিহিতা –যা একে অপরের পরিপূরক, সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রযোজ্য সকল অঞ্চলগুলোতে আক্রান্ত মানুষের জন্য মানবিক কর্মকান্ডের উত্তম ফলাফল পাওয়া।

অগ্রাধিকার ইস্যু

অগ্রাধিকার ইস্যু–১

যথাযথ পরিমাণ তহবিল বিষয়ে একটি ক্রিটিকাল ম্যাস তৈরি হয়েছে, যার ফলে একটি দক্ষ ও কার্যকরী সাড়াদান, দৃশ্যমানতা এবং জবাবাদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

অগ্রাধিকার ইস্যু–২

স্থানীয় পর্যায়ে সাড়া প্রদানকারীদের নেতৃত্ব, সরবরাহ এবং দক্ষতা উন্নয়নে অধিকতর সহায়তা প্রদান করা হয়ছে এবং মানবিক চাহিদাগুলো পূরণে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের অংশগ্রহণ করানো হয়েছে।

আউটকাম পিলার

নমনীয়তা, সম্ভাব্যতা, স্বচ্ছতা এবং ট্র্যাকিং

একটি সময় উপযোগী, প্রাসঙ্গিক এবং উত্তম সাড়াদান নিশ্চিত করতে অধিকতর ও যথাযথ পরিমাণ তহবিল মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত অংশীদার সংগঠনগুলোকে প্রদান করা হয়েছে যার একটি বৃহত্তর অংশ পেয়েছে স্থানীয় সংগঠনগুলো। এই তহবিলের ব্যবহার এবং ফলাফল নির্ণয়ে যথাযথ ট্রাকিং এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে।

সমতাভিত্তিক এবং নীতিগত অংশীদারিত্ব

একটি বৃহৎ পরিসরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলাপ–আলোচনা ও বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে (এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি আলোচনা ও বিনিময় করা) যথাযথ পরিমাণ তহবিল প্রদান করা হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে। এখানে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নে অংশীদারিত্বের নীতিমালাকে ঠিকমতো অনুসরণ করা হয়েছে।

জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তি

কাজের গুণগত মাণ অর্জন করতে সাড়াদান প্রক্রিয়ার সাথে দক্ষতা, অগ্রাধিকার এবং দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের মতামতকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের অংশগ্রহণ করানোর জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং মানুষের চাহিদাগুলো এবং বিপদাপন্নতাকে জেন্ডার অসমতা, প্রতিবন্ধী বিষয়, সমাজ বর্হিভূত এবং প্রান্তিকতার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। মানবিক কর্মীরা দুর্যোগ কবলিত মানুষের প্রতি জবাবদিহি রয়েছে।

অগ্রাধিকার এবং সমন্বয়

অধিক বিপদাপন্ন মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে যথাযথ পরিমাণ তহবিল প্রদান করা হয়েছে। সকলকে নিয়ে আলোচনা এবং আক্রান্ত মানুষের জেন্ডার বিশ্লেষণ করে তাদের চাহিদাকে ঠিক করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারী, যাদের মধ্যে নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠনও থাকবে, তাদের সাথে কার্যকর সমন্বয় করা হয়েছে। এতে করে তাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে।

২০১৬/২০১৮ সালে একমত হওয়া প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে সম্পর্ক

অধিকতর স্বচ্ছতা বিষয়ে প্রধান প্রতিশ্রুতিসমূহ (১.২), স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারীদের জন্য সহায়তা প্রদান (২.১), বহুবর্ষী, সহযোগী এবং নমনীয় পরিকল্পনা এবং বহুবর্ষী তহবিল (৭.১), নির্ধারিত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া (৮.২), এবং ভারসাম্যপূর্ণ বিস্তৃত প্রতিবেদন (৯.১)।

স্থানীয় সাড়াদানকারীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ে প্রধান প্রতিশ্রুতসমূহ (২.৪), বর্ধিত নগদ অর্থ সহায়তা (৩.১), একক দাতা সংগঠন কর্তৃক মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া কমিয়ে আনা (৪.৫)।

যৌথ চাহিদা নিরুপণ এবং বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রধান প্রতিশ্রুতিসমূহ (৫.১), দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের প্রতি জবাবদিহিতা (৬.১) এবং মানবিক–উন্নয়ন সম্পর্ক (১০.৪)

সংযুক্তি–১: রাজনৈতিক ককাস

মারিয়াম ওয়েবস্টার অভিধান মতে, ককাস হলো কোন সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনীতিবিদদের এক হয়ে কাজ করা। আর তাই এটি আমাদের জন্য গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ অর্জনের ক্ষেত্রে এক দারুণ সংজ্ঞা যা রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপাদানগুলোর দিকে মনযোগ দেয়, যার মাধ্যমে আমরা মানবিক কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করি। এ পর্যন্ত গ্রান্ড বার্গেইন ওয়ার্কস্ট্রিম এপ্রোচের একটি দুর্বলতা হলো এটি সকল সমস্যাকে একভাবে মূল্যায়ন করেছে, সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বড়ো গ্রুপ তৈরি করেছে যাদের নির্দিষ্ট ইস্যুগুলোতে ঐক্যমত্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

এই "ককাস" এপ্রোচ প্রাসঙ্গিক এবং সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরকারীদের নিয়ে গঠিত–"আগ্রহীদের জোট"– যারা পর্যবেক্ষণ, পরিচালন এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি সাধনে উৎসাহ প্রদান করে। এই ককাস এপ্রোচ নিয়ে এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে তারা স্বাক্ষরকারীদের বাদ দিয়ে কাজ করবে। অন্যদিকে বলা যায় যে, তারা স্ব–নিযুক্ত "চাম্পিয়ন" যারা গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ ফ্রেমওয়ার্ক থেকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বত:প্রণোদিত হয়ে ও স্বাধীনভাবে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে একসাথে কাঠামোবদ্ধ ফরমেটে কাজ করার জন্য নিজেদের নিযুক্ত করতে পারবে। এর ফলে মুক্ত ও খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব হবে, মতের বিনিময় ঘটবে, বাধাগুলোকে চিহ্নিত করা যাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

তাদের মতামতগুলো খুব সহজেই ২,৩ অথবা ৪টি অংশীদার সংগঠন, যাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা আছে, তাদের মধ্যে পৌছে যাবে এবং সিদ্ধান্তগুলো কাজ করবে, এটা ভেবে নিয়েই ককাস সমস্যাগুলোর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবে। যখন এ রকম কোন একটি সমাধান তারা পেয়ে যাবে তখন এটা চুড়ান্ত করার জন্য বৃহত্তর পরিসরে তারা অন্যান্য আগ্রহী স্বাক্ষরকারীদেরকে এতে যুক্ত করবে এবং আলোচনার আয়োজন করবে। তারা খেয়াল রাখবে যেন এই আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণ থাকে।

ককাসগুলো যেখানে সম্ভব একে–অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ বাস্তবায়নে তারা আরো সামগ্রিক এপ্রোচ গ্রহণকে নিশ্চিত করবে। "চাম্পিয়নগন" ককাসের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা বা সমাধান করতে চায় সে বিষয়ে তারা গ্রান্ড বার্গেইন সচিবালয়কে অবগত করবে এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদেরকেও অবগত করবে। এই প্রক্রিয়া চালু হলে চলমান ইস্যু ও আলোচনাগুলো একটি উমুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা হবে এবং এগুলো সম্পর্কে আগ্রহী সবাই অবগত হতে পারবে। এর ফলে অন্যান্য স্বাক্ষরকারীগণও আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলো জানতে পারবে, যুক্ত হতে পারবে অথবা সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে প্রশস্ত করতে পারবে।

এটা পরিস্কার করে বুঝতে হবে যে "ককাস এপ্রোচ" ওয়ার্কস্ট্রিমগুলোর ক্ষেত্রে কোন প্রতিস্থাপন নয়। এ ব্যবস্থা হলো প্রধানদের জন্য তাদের অপর পক্ষকে সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে আলোচনা করতে আমন্ত্রণ জানানোর একটি অতিরিক্ত সুযোগ মাত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ওয়ার্কস্ট্রিমের একজন "সহ–আয়োজক" হয়তো কোন টেকনিক্যাল এবং অন্য কোন আলোচনা ওয়ার্কস্ট্রিমের ভেতরে চালিয়ে যেতে পারে (অথবা অন্য কোন ফোরামে আলোচনা হতে পারে যদি সে রকম কোন সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়)। কিন্তু কোন ওয়ার্কস্ট্রিমের কোন প্রধান চাইলে আরো নির্দিষ্ট কিছু প্রধানদের সাথে নিয়ে বড়ো কোন ইস্যুর সমস্যার সমাধানে ওয়ার্কস্ট্রিমগুলোকে টেকনিক্যাল সহায়তা দিতে পারেন।

একক বা স্বতন্ত্র ককাস–কিছু সংখ্যক চাম্পিয়নদের সমন্বয়ে গঠিত ছোট ছোট গ্রুপ–যারা গ্রান্ড বার্গেইনকে ঘিরে **রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান** এর কাজ করতে পারে। ছোট ছোট গ্রুপগুলো তাদের ধারণাগুলো ঠিক তেমন প্রমাণ উপস্থাপন করবে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সহযোদ্ধাদের তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য/অথবা কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে যুক্ত হবার জন্য স্বাগত জানাবে। শেরপা অথবা প্রধানগণ যখন নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা করেন সেটি আসলে খুব প্রচলিত বিষয়, ব্যতিক্রম কিছু নয়। **মূল উদ্দেশ্য হলো এ রকম উচ্চ–পর্যায়ের ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা, এ বিষয়টিকে দৃশ্যমান করে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।**

ককাসগুলো আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে সেটি উদ্দেশ্য নয়–এগুলো হবে নমনীয়, অভিযোজন করতে সক্ষম, অনানুষ্ঠানিক এবং পিয়ার–টু–পিয়ার, যারা যৌথ স্বার্থ এবং একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে, সেটি নির্দিষ্ট কোন পরিবর্তন সাধনের জন্য হতে পারে অথবা আরো সুদূরপ্রসারি কোন কিছুর জন্যও হতে পারে।

ককাসগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে– বড়ো থেকে ছোট– যারা সবাই একসাথে মিলে আগ্রহি হয়ে সত্যিই কোন পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। ককাসগুলো খোলাখুলি, স্বচ্ছ, সততাপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা নিয়ে মতবিনিময় করবে। এক্ষেত্রে তারা চ্যাথাম হাউস (Chatham House) রীতি মেনে চলবে এবং নিজেদেরকে কোন কিছুর সাথে যুক্ত বা প্রতিনিধি হিসেবে না দেখিয়ে বরং তাদের স্বাধীন, মুক্ত মতামত প্রদান করবে।

যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে ফেসিলিটেশন গ্রুপ এবং এ্যামিনেন্ট পার্সন তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে তৈরি ককাসে উপযুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

ককাস গ্রান্ড বার্গেইন সচিবালয়কে ধরে রাখবে এবং এভাবে বৃহত্তর গ্রান্ড বার্গেইন স্বাক্ষরকারীদেরকেও **ককাসের কার্যক্রম এবং সদস্যদের সম্পর্কে অবহিত করবে**। সচিবালয় স্বাক্ষরকারীদের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখাতে ককাসগুলো, তাদের আলোচনা এবং উদ্দেশ্যগুলোর তথ্য সংরক্ষণে একটি অনানুষ্ঠানিক ভান্ডার প্রস্তুত রাখবে এবং **ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে** সেগুলো সকলের মাঝে শেয়ার করা হবে। এটা তাদেরকে মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং তাদের কার্যক্রমগুলোর একটি বৃহৎ চিত্র তুলে ধরতে, সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে এবং ওভারলেপিং রোধ করতে এটা করা হবে।

ফেসিলিটেশন গ্রুপ–কে ককাস গ্রান্ড বার্গেইন সচিবালয়ের মাধ্যমে বিষয়গুলো অবহিত করবে। ফেসিলিটেশন গ্রুপ ককাসের মধ্যে স্থানীয় সংগঠনগুলোসহ সকলের মধ্যে **সামঞ্জস্য বিধান করবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে**। সেইসাথে অন্যান্য ওয়ার্কস্ট্রিমগুলোর সাথেও পরিপূরক হয়ে কাজ করবে যাতে করে বাৎসরিক সভায় গৃহিত ফ্রেমওয়ার্কের কার্যাবলীগুলো ঠিকভাবে এগুতে পারে।

অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে ককাসগুলো বাৎসরিক সভায় তাদের প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে এবং গ্রান্ড বার্গেইনের অঞ্চগুলোর মধ্য থেকে এক বা একাধিক অঞ্চল আউটপুট/ডেলিভারেবলস্‌গুলোর বিষয়ে সর্ব সম্মতিতে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে পারে (অথবা প্রধানদের ভোটের মাধ্যমেও এটা হতে পারে)। এটা সকলের অবগত থাকা দরকার যে, ককাস অন্যান্য ইস্যুতেও কাজ করতে পারে যার জন্য তাদের অন্য কোথাও থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। একটি সাধারণ উদাহরণ হতে পারে "৮+৩" ফরমেট গ্রহণ করা বিষয়ে অথবা নমনীয় অথবা বহুবর্ষী তহবিল প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা। এই ক্ষেত্রে চাম্পিয়নরা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট করা অংশীদারদেরকে উদাহরণ হিসেবে এই "৮+৩" মডেল গ্রহণের জন্য আহবান জানাবে। যদি মডেলটিকে গ্রহণ করা হয় তহলে এটিকে শুধু একটি তথ্য আকারে অন্যদের মাঝে শেয়ার করা হবে। যদি কোন দাতা সংগঠন ককাসের সাথে আলাপ–আলোচনার মাধমে মনে করে যে বহুবর্ষী তহবিল প্রদান করা যায়, তহলে এই সুযোগটিকেও অন্য স্বাক্ষরকারীদের জন্য একটি তথ্য হিসেবে জানানো হবে (অবশ্যই এই ধরনের সুযোগ প্রদানে দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে কঠিন সব নিয়ম–কাণুনের বিষয় থাকবে না, যদি কড়া নিয়ম–কাণুনের মধ্যে এই তহবিল প্রদান করা সম্পন্ন হয় তাহলে গ্রান্ড বার্গেইনের অংশ হিসেবে এটি সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচনা করা নাও হতে পারে)।

সংযুক্তি-২: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ

যদিও মানবিক সম্প্রদায় (Humanitarian community) এখনও একটি পূর্ণ প্রস্তুতকৃত গ্রান্ড বার্গেইন ২.০-নিয়ে দর কষাকষি এবং অনুমোদনের পর্যায়ে আছে তবুও এটা পরিস্কার যে, স্থানীয়করণ এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণই হবে এর মূল কেন্দ্রবিন্দু। আর তাই, গ্রান্ড বার্গেইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ বিশেষ মনোযোগ এবং বিবেচনার দাবি রাখে, যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মানবিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমাধানগুলোতে পিয়ার এবং কৌশলগত অংশীদার হিসেবে স্থানীয় সাড়াদানকারীদের চাহিদাগুলোকে পূরণ কর যায়। স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারীরা একক কোন গোষ্ঠী নয়। এর ভেতরে রয়েছে স্থানীয় সরকার, এনজিও, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন, রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট ন্যাশনাল সোসাইটিস, যারা সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এই বৈচিত্র্যতার মাঝে স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোর সংখ্যা প্রচুর রয়েছে যাদের মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই রয়েছে ২৬,০০০ নিবন্ধিত এনজিও। মানবিক কর্মকান্ডে স্থানীয় সাড়াদানকারীদেরকে অর্থপূর্ণ উপায়ে যুক্ত করার একটি উপায় খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয়। তার পরেও, বর্তমান গ্রান্ড বার্গেইনে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় সাড়াদানকারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং অর্ন্তভূক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য আরো অধিক কিছু করা উচিৎ।

নিচে স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোর গ্রান্ড বার্গেইন ২.০-তে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে কিছু সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে, কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য তাদের দরকার **সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ** এবং এর জন্য দাতাদের সদিচ্ছা। স্থানীয় সড়াদানকারীদের গ্রান্ড বাগেইন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করতে সত্যিকার অর্থেই একটি খরচ-ভাগাভাগি ব্যবস্থাপনার দিকে যেতে হবে। এছাড়া এটা প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না যে, স্থানীয় সাড়াদানকারীরা বিদ্যমান কাঠামো এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে এমনি এমনি মানিয়ে নিতে পারবে। সাধারণ বিষয় হলো যখন একটি উপযোগী প্লাটফরম তাদের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, তখন স্থানীয় সাড়াদানকারীরা তাদের দক্ষতা অনুযায়ী সেখানে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারবে। স্থানীয় সাড়াদানকারীদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে: বৈশ্বিক/রাজনৈতিক, বৈশ্বিক/টেকনিক্যাল, স্বাক্ষরকারী হিসেবে এবং দেশিয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য নিচের সুপারিশগুলো দেয়া হলো।

বৈশ্বিক/রাজনৈতিক পর্যায়ে: স্থানীয় ১টি সংগঠনের প্রতিনিধি গ্রান্ড বার্গেইনের ফেসিলিটেশন গ্রুপের সদস্য হবেন।

এই চর্চা স্বীকৃতি দেয় যে, বৃহত্তর এনজিও সম্প্রদায়ের তুলনায় স্থানীয় সাড়াদানকারীদের রয়েছে অধিকতর দৃষ্টিভঙ্গি। যখন ফেসিলটেশন গ্রুপের সদস্যরা এমিনেন্টে পার্সন এবং গ্রান্ড বার্গেইন সচিবালয়ের সাথে এর এপ্রোচ এবং ধারণাগুলোর বিকাশ নিয়ে আলোচনা করছিল তখনই এই স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয় এবং স্বাক্ষরকারীদেরকেও এটি গ্রহণ করতে বলা হয়।

অন্যান্য ফেসিলিটেশন গ্রুপের সদস্যদের ক্ষেত্রেও এটি একই বিষয়। স্থানীয় সংগঠনের এই প্রতিনিধি গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারীদের একজন হবেন। প্রতি বছর বছর এটি পরিবর্তন হবে। যাতে করে কোন স্থানীয় প্রতিনিধির পক্ষে সব সময় চলমান বিতর্ককে প্রভাবিত করার উপায় না থাকে। অধিকন্তু, একটা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে, স্থানীয় এই সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব এমন একজনকে দেয়া দরকার যে কিনা স্থানীয় কোন ফোরাম বা নেটওয়ার্ক[১] (local actor consortia) এর প্রতিনিধিত্ব করে। স্থানীয় ফোরাম বা নেটওয়ার্কগুলো অনেক স্থানীয় সংগঠনকে প্রতিনিধিত্ব করে। এ রকম কোন সংগঠনকে নির্বাচিত করা হলে এর মাধ্যমে সংগঠনগুলোর বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে ঐক্যমতে আসবে এবং তাদের একজন প্রতিনিধিকে মনোনীত করবে। এই প্রক্রিয়া অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান যে চর্চা তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ফোরাম/নেটওয়ার্কগুলোর প্রতিনিধিদেরকে স্বাক্ষরকারী হিসেবে ধরে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এ ছাড়াও, দি ফ্রেন্ডস অব জেন্ডার গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একজন ফেসিলিটেশন গ্রুপ ফোকাল পয়েন্ট থাকবে, যার কাজ হবে ফেসিলিটেশন গ্রুপের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার বিষয়গুলোকে সেখানে তুলে ধরা। স্থানীয় পর্যয়ে নারী নেতৃত্বাধীন গ্রুপগুলোকে গ্রান্ড বার্গেইনের সাথে যুক্ত হবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ ও উপায় দেয়া হবে।

[১] Local actor consortia" refers to a group of humanitarian responders with a national or sub-nationalscope

বৈশ্বিক/টেকনিক্যাল পর্যায়ে: স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে দুর্যোগে আক্রান্ত দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকার, তাদেরকেও গ্রান্ড বার্গেইনের টেকনিক্যাল পর্যায়গুলোতে সম্পৃক্ত হবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। তাদেরকে আসন্ন গ্রান্ড বার্গেইন ২.০, এনজিও এবং আরসিআরসি আঞ্চলগুলো (RCRC constituencies), যেখানে যেমন প্রযোজ্য হবে সেগুলোর সাথে এবং অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোর সাথে যুক্ত হবার জন্য উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। এমনটি হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারী, যারা কি না গ্রান্ড বার্গেইনের স্বাক্ষরকারী নয়, তারা এই ফোরামের মাধ্যমে স্বাক্ষরকারীদেরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে, বিশেষ করে তাদেরকে, যাদের পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অর্থ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা রয়েছে। স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তাদের সাথে শেয়ার করতে পারবে যেগুলোতে স্বাক্ষরকারীদের সাধরণত কম জানাশোনা আছে। বিনিময়ে স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারীদের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা, তাদের দাবি এবং যেখানে গ্রান্ড বার্গেইনের ফলশ্রুতিতে তারা যে প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলো দেখতে চেয়েছে কিন্তু পাচ্ছে না এবং সেই পরিবর্তনগুলো কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে তাদের ধারণা ও পরামর্শ দেবে। পাশাপাশি তারা গ্রান্ড বার্গেইনের উদ্দেশ্য, ফলাফল, আউটপুট এবং লক্ষ্য অর্জনে নিজেদেরকেও সম্পৃক্ত করবে।

গ্রান্ড বার্গেইন ২.০ এর স্বাক্ষরকারী হিসেবে স্থানীয় সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান: এই পরিসরের বৃহৎ আকার ও বৈচিত্র্যতাকে বিবেচনা করে, গ্রান্ড বার্গেইনের অগ্রাধিকারভিত্তিক সদস্যতা যেন সে রকম কোন নেটওয়ার্ক/ফোরমকে দেয়া হয় যেন এর প্রতিনিধিরা তীক্ষ্ণ চিন্তার অধিকারী স্টেকহোল্ডারদের, এনজিওদের এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোর, যাদের গ্রান্ড বার্গেইন প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করার কার্যকর দক্ষতা রয়েছে, তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যেখানে প্রযোজ্য হবে সেখানে সহায়তা গ্রহণকারী সরকারগুলোকে গ্রান্ড বার্গেইন ২.০-তে সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। আর এগুলো করা হবে দুর্যোগে আক্রান্ত দেশের সরকারগুলোর সাথে সুনির্দিষ্ট সভাগুলো করার মাধ্যমে।

দেশিয় পর্যায়ে পরিবর্তন: এটা খুব ভালোভাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে, গ্রান্ড বার্গেইনকে তার উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করার জন্য "জেনেভা থেকে মাঠ পর্যায়ে" ছড়িয়ে পড়তে হবে। দেশিয় পর্যায়ে সহকর্মীদের মাধ্যমে বিদ্যমান দেশগুলোতে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে হয় সরকারের সাথে, আইএএসসি (IASC) ফোরাম যেমন ক্লাস্টার, ইন্টার-ক্লাস্টার এবং হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেশন টিমের সাথে (HCT) অথবা তুলনামূলক কম ফর্মাল স্ট্রাকচারগুলো যেমন প্রস্তাবিত **ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ** (নিচে দেখুন) গুলোর সাথে সমন্বয় করার মাধ্যমে গ্রান্ড বার্গেইনের আলোচনাগুলো চালিয়ে যেতে হবে- স্বত:প্রণোদিত হয়ে স্থানীয় সাড়াদানকারীদের সাথে এগুলো শেয়ার করতে হবে যেন তারা গ্রান্ড বার্গেইনের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং মানবিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নকারী সংগঠনগুলো, যারা এই সেক্টরে বরবরই প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করে রেখেছে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে। এছাড়া যেখানে উদ্যম আছে, দক্ষতা আছে এবং কাজগুলো করার চাহিদাও আছে, সেখানে জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণ একটি ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ অথবা প্রযোজ্য হলে আঞ্চলিক রেফারেন্স গ্রুপ গঠন করতে পারে। এই স্টেকহোল্ডারগণ গ্রান্ড বার্গেইন ফ্রেমওয়ার্ককে ব্যবহার করে দেশিয় পর্যায়ে দাতা সংস্থাগুলোর পরিচালক, আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানসমূহ, হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিমস্ এবং হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটরদেরকে গ্রান্ড বার্গেইন প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে পারে। স্থানীয়করণ ওয়ার্কস্ট্রিমগুলোর করা দেশিয় পর্যায়ের আলোচনাগুলো থেকে শিখনগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ এর প্রতিষ্ঠা/সক্রিয়করণ করতে এই শিখনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। এই গ্রুপ বিদ্যমান স্থানীয়করণ ওয়ার্কিং গ্রুপের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

এই গ্রুপগুলোকে মানবিক সাড়াদান কর্মসূচিতে একটি 'সুরক্ষিত জায়গায়' (safe space) ক্ষমতায়িত করা হলে ধারণা করা হয় যে, তারা গ্রান্ড বার্গেইনের উদ্দেশ্যগুলোর অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে বৃহত্তর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ আদর্শিকভাবে আকারে ছোট হবে (১০ জনের কম) যাদের মধ্যে থাকবে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের প্রতিনিধি, নাগরিকদের প্রতিনিধি, কর্মী ও নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি (সামাজিক অংশীদার সংগঠন)। এখানে গণমাধ্যম কর্মী, একাডেমিশিয়ান, জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (পৌরসভাসহ), মানবিক কাজের সাথে যুক্ত নন এমন সেক্টরগুলোর প্রতিনিধি এবং উদীয়মান দাতাগোষ্ঠীকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

এ রকম একটি গ্রুপ তৈরি করার ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো এখানে একটি সাধারণ মনোনয়ন প্রক্রিয়া থাকবে, এটা হয় বিদ্যমান স্বাক্ষরকারীদের মধ্য থেকে অথবা আগ্রহী স্টেকহোল্ডারদের ভেতর থেকে কেউ স্ব-মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবং হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর কর্তৃক তাকে নিযুক্ত করা হবে। ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ, গ্রান্ড বার্গেইন সচিবালয়ের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর ফেসিলিটেশন গ্রুপ এবং স্বাক্ষরকারীদের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপের সাথে মত বিনিময়, তথ্য বিনিময় করা হবে এবং এই গ্রুপকে ককাসসহ বৈশ্বিক যেসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আছে সেগুলোতে প্রভাব রাখার জন্য তাদের সাথে সভার আয়োজন করা হবে। এ ছাড়াও প্রত্যেক ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ থেকে একজন করে প্রতিনিধিকে গ্রান্ড বার্গেইনের বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

এই ধরনের মডেল প্রস্তাব করার সাথে ফেসিলিটেশন গ্রুপ এটাও স্বীকার করে যে, দেশিয় পর্যায়ে বাস্তবতা বিবেচনা করার অর্থ হলো এখানে অনেক ধরনের স্টেকহোল্ডার থাকে, যারা এই ধরনের একটি গ্রুপকে মূল্যবান কিছু উপহার দিতে পারে এবং দেশিয় পর্যায়ে গ্রান্ড বার্গেইনের বৃহত্তর অগ্রগতি সাধনে সর্বদা অবদান রাখতে পারে- যাদের সময় আছে, উদ্যম আছে অথবা ভাষাগত দক্ষতা রয়েছে এ ধরনের টেকনিক্যাল এবং জার্গনপূর্ণ (jargon-filled) আলোচনাগুলোতে অংশ নেয়ার জন্য, তাদেরকে এই প্রক্রিয়াতে যুক্ত করা।

যেখানে উদ্যম এবং দক্ষতা রয়েছে সেখানে এই মডেলের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। এটি আরো দু'টো বিষয় নির্দেশ করে: জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান মানবিক কাঠামো-হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম, হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটরস্ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার- যাদের নিজেদের ভেতরে এখনও বৃহৎ ধরনের পরিবর্তন সাধনের দরকার আছে। আর এর জন্য দরকার নেতৃত্ব এবং সচেতনতা। স্থানীয় সাড়াদানকারীদের কাছ থেকে যে ভাবে, ভাষায় অথবা কাঠামোতে তারা মতামত বা সহযোগিতাগুলো দেয় সেগুলো গ্রহণ ও আগ্রহের সাথে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

এই ধরনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সময় ভুলবশত: এটা মনে হতে পারে যে, এটি ইতোমধ্যেই কাজে ভারাক্রান্ত মানবিক সমন্বয় পর্ষদগুলোর জন্য একটি অতিরিক্ত ঝামেলা। তবে স্থানীয় সাড়াদানকারীদের অধিকতর প্রবেশাধিকার সৃষ্টি করার জন্য, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে একে-অপরের পরিপূরকতার সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর জন্য এবং মানবিক কর্মকান্ডের উত্তম ফলাফল পাবার জন্য নিয়োজিত কর্মীদের এখানে একটি মানসম্মত অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ১- রেফরেন্স গ্রুপের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) এর জন্য পরামর্শ

টার্মস অব রেফারেন্স

হিউম্যানিটারিয়ান ইকোসিস্টেমে যেসব সাড়াদানকারীদের কম প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে তারা যেন তাদের কথাগুলো বলার জন্য একটা প্লাটফরম পায় সেই লক্ষ্যে গ্রান্ড বার্গেইন গ্লোবাল/ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপকে গ্রান্ড বার্গেইনের অভ্যন্তরে গঠন করা হয়েছে। ন্যাশনাল রেফারেন্স গ্রুপ স্থানীয় সাড়াদানকারীদেরকে উমুক্ত আলোচনাগুলোতে সম্পৃক্ত করার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং যখন প্রয়োজন হবে, একটি আস্থার পরিবেশে পরিবর্তন সংঘটনের জন্য তারা স্বাক্ষরকারীদেরকে জবাবদিহি রাখতে চ্যালেঞ্জ করবে।

পারস্পারিক আস্থা ও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের চেতনাকে ধারণ করে রেফারেন্স গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে এটা আশা করা যাচ্ছে যে, তারা গ্রান্ড বার্গেইন স্বাক্ষকারীদের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করবে, তাদের প্রতি দাবি জানাবে এবং যেখানে তারা গ্রান্ড বার্গেইন বাস্তবায়নের ফলে পরিবর্তন আশা করেছিল কিন্তু তা সংঘটিত হয়নি তার উদাহরণগুলো তুলে ধরবে। পাশাপাশি বৈশ্বিক/জাতীয় পর্যায়ে পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে তাদের ধারণা এবং পরামর্শগুলো প্রদান করবে।

রেফারেন্স গ্রুপ আদর্শিকভাবে আকারে ছোট হবে (১০ জনের কম) যাদের মধ্যে থাকবে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের প্রতিনিধি, নাগরিকদের প্রতিনিধি, কর্মী ও নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি (সামাজিক অংশীদার সংগঠন)। এখানে গণমাধ্যম কর্মী, একাডেমিশিয়ান, দুর্যোগে আক্রান্ত দেশের সরকারের প্রতিনিধি, মানবিক কাজের সাথে যুক্ত নন এমন সেক্টরগুলোর প্রতিনিধি এবং উদীয়মান দাতাগোষ্ঠীকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। এই রেফারেন্স গ্রুপগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যার মধ্যে থাকবে স্থানীয় নারী সংগঠন এবং নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের ব্যবস্থা ।

গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্য থেকে যে কেউ অথবা আগ্রহী স্টেকহোল্ডারদের মধ্য থেকে যে কেউ সদস্য নির্বাচিত হবার জন্য স্ব-মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবং এমিনেন্ট পার্সন/হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর কর্তৃক তাকে নিযুক্ত করা হবে।

‹সমাপ্ত›

সংযুক্তি-৩: সম্ভাব্য অউটপুট এবং কার্যাবলী (ক্রমাগত বিকশিত হবে)

আউটকাম পিলার	নমনীয়তা, অনুমানযোগ্যতা, স্বচ্ছতা এবং ট্র্যাকিং		সমতাভিত্তিক এবং নীতিগত অংশীদারিত্ব		জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তি		অগ্রাধিকার এবং সমন্বয়	
	প্রস্তাবিত আউটপুট	প্রস্তাবিত কার্যাবলী	প্রস্তাবিত আউটপুট	প্রস্তাবিত কার্যাবলী	প্রস্তাবিত আউটপুট	প্রস্তাবিত কার্যাবলী	প্রস্তাবিত আউটপুট	প্রস্তাবিত কার্যাবলী
আউটপুট এবং কার্যাবলী (আউটকামগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ফোকাস এরিয়া এবং প্রস্তাবিত কার্যাবলী)	**নমনীয়, বহুবর্ষী তহবিল প্রদান (MYF)** বৃহদাংকের যথাযথ তহবিল (নমনীয় ও বহুবর্ষী) প্রদান করা হয়েছে এবং এর ব্যবহার প্রক্রিয়া এবং উপাদানগুলো মাঠ পর্যায়ের অংশীদার সংগঠন/স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোকে [২] আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সহায়তা করেছে।	যেমন, নমনীয় এবং বহুবর্ষী তহবিল প্রদানের চর্চা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে এবং নমনীয় (অনির্ধারিত অথবা হালকাভাবে নির্ধারিত কিংবা নির্ধারিত নয়) ও বহুবর্ষী তহবিল প্রদানের আকার ও শতকরা হার সময়মতো, প্রত্যাশিত এবং অন্যান্য নির্ধারিত নমনীয় বিষয়গুলোর সাথে সাথে বৃদ্ধি পাওয়া; যেমন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের অংশীদারি সংগঠনগুলোসহ স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠন ও নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে তহবিল প্রদানের ব্যবস্থা করা;	**প্রতিবেদন প্রদান এবং ঝুঁকি** তহবিল প্রদানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলোতে সরলীকৃত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম-কানুন, আশ্বাস, প্রতিবেদন প্রদান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে, এর ফলে তহবিল সরবরাহে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;	যেমন, সকল স্বাক্ষরকারীদের দ্বারা প্রতিবেদন প্রদানের ৮+৩ টেমপ্লেটের ব্যবহার নিয়মিত করা; যেমন, আরো সুসংগত এবং আনুপাতিক মূল্যায়নের চর্চা করা; যেমন, তহবিল প্রদানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া জুড়ে (delivery chain) আরো ভারসাম্য নিশ্চিত করতে ঝুঁকি-ভাগাভাগি, এনএল এবং আইসিআরসি (NL and ICRC) দ্বারা বিদ্যমান কাজগুলোর উপর ভিত্তি করে উন্মুক্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া;	**যৌথ জবাবদিহিতা চর্চা** দাতাগোষ্ঠী, সাড়াদানকারী সংগঠন এবং দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ এবং তাদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোতে সাড়াদানের ক্ষেত্রে যৌথ জবাবদিহিতার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নারী ও কিশোরী এবং অন্যান্য বিপদাপন্ন গোষ্ঠী যাদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোতেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।	যেমন, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এন্ড একাউন্টিবিলিটি (CEA) ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর মতো আরো যে সব ক্রস-কাটিং পর্ষদগুলো রয়েছে, তাদেরকে আরো সুশৃংলভাবে সহায়তা প্রদান করা; যেমন, দেশিয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা; যেমন, যৌথ কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এন্ড একাউন্টিবিলিটি/দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের প্রতি জবাবদিহিতা প্রদর্শন এবং সমন্বিত তহবিল প্রদানের এপ্রোচের ক্ষেত্রে দাতাদের একটি ঐক্যমত অবস্থান থাকা;	**অগ্রাধিকার এবং চাহিদা নিরুপণ** তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তার জন্য সমন্বিত, নিরপেক্ষ, সহযোগিতামূলক, বহু-এবং ইন্টার-সেক্টরাল চাহিদা নিরুপণ প্রক্রিয়ার চর্চা রয়েছে এবং	যেমন, জয়েন্ট ইন্টারসেক্টোরাল এনালাইসিস ফ্রেমওয়ার্ক (Joint Intersectoral Analysis Framework) এর পর্যালোচনা করা, অনুমোদন দেয়া, পরীক্ষা চালানো এবং এর বাস্তবায়ন ঘটানো; যেমন, চাহিদা নিরুপণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সাড়াদানকারীদের অংশগ্রহণ/নেতৃত্ব নিশ্চিত করা; যেমন, জয়েন্ট ইন্টারসেক্টোরাল এনালাইসিস ফ্রেমওয়ার্ক-এ জেন্ডার এবং ইন্টারসেক্টোরাল বিশ্লেষণ-এর সমন্বয় সাধন করা;

[2] Balanced against need for visibility, including women-led organisations, women's rights organisations, and organisations representing groups at risk, including People withDisabilities.

		যেমন, মাঠ পর্যায়ের অংশীদারি সংগঠনগুলোকে ব্যবস্থাপনা বাবদ খরচ প্রদান (overhead funding)। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এ বিষয়ে যেখানে সম্ভব ৪% তহবিল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেমন, স্থানীয় সাড়াদানকারীসহ স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন এবং যেসব সংগঠন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে তাদেরকে অধিক মাত্রায় তহবিল প্রদান করা।				যেমন, স্থানীয় পর্যায়ে সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা যেন তারা জবাবদিহিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখাতে পারে। যেমন, দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ এবং ঝুঁকিতে থাকা নারী ও বালিকাদের প্রতি জবাবদিহিতা প্রদর্শন বৃদ্ধি করা; যেমন, নারী ও বালিকাদের চাহিদাগুলো পূরণ করতে এবং তাদের প্রতি সহিংসতার ঝুঁকিগুলো কমিয়ে আনতে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং দুর্যোগে আক্রান্ত নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য গুলোকে	যতদূর সম্ভব তহবিল বরাদ্দ বিষয়ে জানিয়ে ইস্যুগুলোর অগ্রাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।	

[3] Including a connection to collective outcomes across peace and development actors as well as their respective frameworks.

		যেমন, পুনরাবৃত্তি রোধে অগ্রগতি সাধন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থাপনা খরচ কমানো; যেমন, যথাযথ পরিমাণে তহবিল প্রদান করা এবং শর্তাদির ক্ষেত্রে নমনীয় থাকা, কৌশলগত কর্মসূচিভিত্তিক এপ্রোচ চালু করা অথবা অংশীদার সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করার বিষয়ে উত্তম বিকল্প পন্থাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর চর্চা করা; যেমন, হাই লেভেল প্যানেল (High Level Panel) এর হিউম্যানিটারিয়ান ফাইনান্সিং এর উপর গড়ে ওঠা দু'টো পিলারের সাথে যুক্ত থাকার উপায় খুঁজে বের করা। পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া				এগিয়ে নিয়ে যাওয়া;		

		এবং সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাজন গুলোকে কমিয়ে আনতে অর্থায়নের উপাদানগুলোর কৌশলগত ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।						
	স্বচ্ছতা এবং ট্র্যাকিং অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দৃশ্যমানতা– প্রতিটি ফলাফল/ইমপ্যাক্ট পাবার জন্য কিভাবে যথাযথ পরিমাণ তহবিলের ব্যবহার করা হয়েছে; এবং বিভিন্ন ধরনের মানবিক সাড়াদানকারীদের দৃশ্যমান করা, সেই সাথে দাতা সংস্থা থেকে স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোতে	যেমন, ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিসিয়েটিভ এবং অন্যান্য সহায়ক প্লাটফরমগুলোতে তথ্য প্রকাশ করার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ইস্যুগুলোতে প্রদানকৃত তহবিলগুলো ট্র্যাক করা (যেমন, জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিতে দেয়া তহবিল); যেমন, স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনগুলো যেন এই তথ্যগুলোতে সহজে প্রবেশাধিকার পায় এবং বুঝতে পারে সেই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা;	**মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা** স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন এবং সরবরাহে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে প্রত্যাশা অনুযায়ী মধ্যস্থতাকারীদের (কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যন্ত অংশীদার যারা) ভূমিকাকে পরিস্কার করা;	যেমন, মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা এবং দাতা–প্রথম গ্রহীতার সম্পর্ক কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করে নীতিমালা/পথ নির্দেশিকা তৈরি করা এবং এ ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া; যেমন, স্থানীয় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে/লক্ষ্যিত সম্পদ প্রদান করতে সহায়ক উপাদানগুলোকে ব্যাখ্যা করা;	**বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ** বিপদাপন্নতা, নানা ধরনের চাহিদা এবং সাড়াদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা বিষয়ে শক্তিশালী বিশ্লেষণ করা, এগুলোর মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং দুর্যোগে আক্রান্ত	যেমন, দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের মতামত সংগ্রহ ও পদ্ধতিগতভাবে এর সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য তাদের ধারণা সম্পর্কে জানতে নিয়মিত জরিপ সম্পন্ন করা এবং এগুলোর বৃহৎ ডকুমেন্টেশনের ব্যবস্থা রাখা যাতে করে বোঝা যায় যে, তাদের মতামতগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে	**নগদ অর্থ বিতরণ** নগদ এবং ভাউচার সহায়তা প্রদান (Cash and Voucher Assistance) সম্ভাব্য এবং জবাবদিহিমূলক কৌশলগত সমন্বয় করা, বিশেষ করে বহুমুখী চাহিদা মেটানোর জন্য প্রদেয় নগদ অর্থ (multipurpose cash);	যেমন, সাড়াদান কার্যক্রমে কৌশলগত নগদ অর্থ সমন্বয় (strategic cash coordination) সাধনে সম্ভাব্য, জবাবদিহি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি; যেমন, নগদ অর্থ সমন্বয়ে স্থানীয় সাড়াদানকারীদের অংশগ্রহণ/নেতৃত্ব প্রদান;

	তহবিল প্রদানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া/ পর্যায়গুলোকে যথা সময়ে[৪] দৃশ্যমান করা;	যেমন, দাতা স্বাক্ষরকারীদের ভেতরে ২০২১ বা ২০২১ সালের একটি বেসলাইন অথবা ম্যাপিং তৈরি করা যাতে করে নমনীয় (অনির্দিষ্ট ও অলক্ষ্যিত) এবং বহুবর্ষী তহবিল প্রদানের ভলিয়ুম এবং শতাকরা হার বৃদ্ধি করা যায়; যেমন, দাতা সংস্থা এবং স্থানীয় সাড়াদানকারী সংগঠনের অবদানগুলোকে দৃশ্যমান করা; যেমন, মাঠ পর্যায়ে অংশীদার সংগঠনগুলোকে প্রদানকৃত অনির্দিষ্ট এবং বহুবর্ষী তহবিল প্রদানের ধারাবাহিকতার উন্নততর ট্র্যাকিং এর ব্যবস্থা করা; যেমন, সকল তহবিল খরচের শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং এর ব্যখ্যা প্রদানের চর্চা করা;		যেমন, স্থানীয় সাড়াদানকারীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী ও সর্ব সম্মত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা যেখানে বিদ্যমান পুলফান্ডের অর্থ বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান ও জেন্ডারের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শনের কথা বলা থাকবে; যেমন, স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা, সহিষ্ণুতা এবং দীর্ঘস্থায়ী সংকটগুলোকে আরো ভালোভাবে মোকাবেলা করার জন্য মানবিক ও উন্নয়ন তহবিলের আরো ভালো সমন্বয় করা;	মানুষের মতামতগুলোকে[৫] নিয়মিত এবং পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা;	এবং সেগুলো পূরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে; যেমন, সমতা এবং বৈষম্যহীনতার নীতি অনুসরণ করে কমিউনিটির দ্বারা চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়করণকে বৃদ্ধি করা (যেমন মানবিক দুর্যোগে জেন্ডার সমতা আনা এবং প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করা); যেমন, সাড়াদান কার্যক্রমে কমিউনিটির সকল মানুষের সমন্বয় ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা		

[4] including on use of overheads and unearmarked funding

[5] including through support for community protection and accountability mechanisms led by women's organisations, networks, and groups.

		যেমন, তিনটি পিলার যথা হিউম্যানিটারিয়ান-ডেভলপমেন্ট-পীস নেক্সাসে প্রদানকৃত তহবিলের হার মনিটরিং করার জন্য নির্দেশক তৈরি করা;		যেমন, দাতাদেরকে মধ্যস্থতাকারীদের জন্য স্পষ্ট ও আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রত্যাশা তৈরি করা;		যার মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক গোষ্ঠী ও ক্ষমতাহীনদের প্রতিনিধি; যেমন, নেতৃত্ব পদে নারীদের নিয়োগ, ধরে রাখা এবং তাদের এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা চালু করতে প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করা; যেমন, আইএএসসি (IASC) রেজাল্ট গ্রুপ-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের প্রতি জবাবদিহিতার উন্নয়ন ঘটাতে রেজাল্ট ট্র্যাকার প্রস্তুত করা; যেমন, জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ, প্রশমন এবং সাড়াদানের জন্য নারী		

						নেতৃত্বাধীন সংগঠন, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন, আদিবাসী গোষ্ঠী ইত্যাদির সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া;		
	সম্ভাব্যতা স্থানীয় সাড়াদানকারীসহ অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তহবিল গ্রহণ/প্রদান বিষয়ে অধিকতর নিশ্চয়তা প্রদান	যেমন, মাঠ পর্যায়ে অধিকতর অনুপাতে বহুবর্ষী তহবিল প্রদান করা; যেমন, দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব এবং বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে মানদন্ড প্রকাশ করা; যেমন, এসডিজি'র সাথে বৃহত্তর সমন্বয় করে উন্নয়ন তহবিল সাইকেল করা-					**অন্তর্ভুক্তিমূলক সমন্বয়** স্থানীয় সাড়াদানকারীদের[৬] সাথে সমন্বয় প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক;	যেমন, আইএএসসি রেজাল্ট গ্রুপ-১ কর্তৃক "স্থানীয়করণ সমন্বয় প্রক্রিয়ায় আইএএসসি'র পথ নির্দেশিকা" বাস্তবায়নে যুক্ততা শক্তিশালী করা ও সহায়তা প্রদান করা; যেমন, হিউম্যানিটারিয়ান আউটকামগুলো অর্জনে সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে যুক্ততার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা;

[6] including women, women's-rights and women-led organisations and persons with disability led organisations, and improve links within the humanitarian-developmentpeace nexus (including in the fields of Social Protection , development, climate change, peacebuilding, DRR and socio-economic recovery)

		বিশেষ করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পূর্বানুমান থেকে আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য (anticipatory action) অধিক পরিমাণে সহায়ক তহবিল প্রদান এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক গঠন করা। যেমন, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সাড়াদানকারীদের জন্য যথাযথ ও গুণগত পরিমাণে তহবিল প্রদান করা যাদের মধ্যে থাকবে নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন, নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন, ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন। যেমন, প্রতিশ্রুতিগুলো যথা সময়ে পূরণ করা।					**নারীর অংশগ্রহণ** যেমন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও নেতৃত্বদানে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানবিক প্রক্রিয়ার ভেতরে দুর্যোগে আক্রান্ত এবং ঝুঁকিতে থাকা নারী ও বালিকাদের প্রতি জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে;	যেমন, নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।